প্রতিটি মানুষকে উন্নত সমাজ গড়তে কাজ করা দরকার

——— সেমিনারে বক্তারা

● নিজস্ব প্রতিবেদক

ব্যবসায়ী ও বিত্তশালীদের সামাজিক খাতে আরও বেশি ব্যয় করতে হবে। সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির অংশ হিসেবে সারাবিশ্বে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। তবে প্রতিটি মানুষকে দায়িত্ববোধ থেকেই উন্নত সমাজ গড়ার জন্য কাজ করা দরকার। বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন আয়োজিত 'করপোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি' শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা এ কথা বলেন।

আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলমের সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন এফবিসিসিআইর সভাপতি কাজী আকরাম উদ্দীন আহমেদ, বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) মোঃ আশরাফুল ইসলাম খান, লায়ন শেখ আনিসুর রহমান, এএনএইডসের বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর লিও কেনি, বরাত গ্রুপ অব কোম্পানি গুনাশেখর আর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ইকবাল মাসুদ, লায়ন প্রফেসর ডা. এম ফখরুল ইসলাম প্রমুখ। সেমিনারে জানানো হয়, ২০১২ সালে বাংলাদেশ ৩০৫ কোটি টাকার সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। ব্যবসা সমাজের বাইরে নয়। সমাজের মানুষকে নিয়েই কাজ করতে হয়। তাই ব্যবসার পাশাপাশি মানবিক, পরিবেশ উন্নয়নে বিভিন্ন কোম্পানি বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের একটি দায়বদ্ধতা থেকেই যায়। বক্তারা বিভিন্ন কোম্পানি বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে সমাজ উন্নয়নে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এফবিসিআই'র সভাপতি কাজী আকরাম উদ্দীন আহমেদ বলেন, সাধারণত আমরা সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি বলতে বুঝি টাকা-পয়সা দান করা। কিন্তু বাস্তবে পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও মানুষের কল্যাণে কাজ করাই সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি। বিত্তশালীদের, ব্যবসায়ীদের সামাজিক কল্যাণে আরও বেশি ব্যয় করতে হবে। আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম বলেন, কোনো মানুষের পক্ষে কেবল দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই উন্নত সমাজ গড়া সম্ভব নয়। দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ বোধ শক্তিকেও জাগ্রত রাখতে হবে। তাহলেই সার্বিক উন্নতি হবে। অন্যরাও উৎসাহিত হবে। তিনি সবাইকে শুধু দায়িত্ব নয়, দায়িত্ববোধ নিয়ে কাজ করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বক্তারা আরও বলেন, একটি উন্নয়নশীল ও সীমিত দেশ হিসেবে সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে। তাই সামাজিক দায়বদ্ধতা কর্মসূচির আওতায় ব্যয়িত অর্থ ব্যবহার করে দারিদ্র্যবিমোচনসহ স্বাস্থ্য খাতে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব।